দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 NOV 1986
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম 3 ...

034

প্রাথমিক শিক্ষাঃ ক্লাস ওয়ান-টু একটি শ্রেণী হচ্ছে

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

চলতি শিক্ষা বছর শেষ হবার আগেই সরকার প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছেন। এসব কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হচ্ছে ড্রপ আউটের হার কমিয়ে আনা, শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষার প্রতি শিশুদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা, শিক্ষাভীতি বা

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

পরীক্ষাভীতি দূর করা।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ড্রপ আউটসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে সমীক্ষা চালায় তারই ভিত্তিতে এসব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে এক হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে একটি অবিভক্ত শ্রেণী হিসাবে গ্রহণ, পাশের হার বাড়িয়ে শিক্ষা এবং বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা ইত্যাদি।

জানা গেছে, চলতি শিক্ষা বছর থেকে বার্ষিক পরীক্ষার ফলের ওপর ভিত্তি করে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দেবার সনাতন রীতি পরিবর্তন করা হয়েছে। এখন থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে একটি অবিভক্ত শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হবে। এই অবিভক্ত শ্রেণীর পঠন কাল হবে একটানা দুই বছর।

আরও জানা গেছে যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীকে এ বছর থেকে যথাযথ মূল্যায়ন করে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পরীক্ষায় যারা সফল হবে না তাদের অসফলতার মূল ত্রুটি দূর করে আপগ্রেড করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অধ্যয়নরত ছেলেমেয়েদের প্রতি বিশেষ যত্নশীল হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সরকারী উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ব্যাপক ড্রপআউট সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা যায় যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যেই বিদ্যালয় ছাড়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। এসব অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণের জন্যই যে শুধু বিদ্যালয় ছেড়ে যায় তা নয়। প্রাথমিক স্কুলের সনাতন পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে প্রতি বছর শতকরা ৫০ ভাগ শিশু পাশ করতে পারে না। এভাবে পরীক্ষাভীতি, পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা এবং লেখাপড়ার প্রতি অনীহা থেকেই শিশুরা বিদ্যালয় বিমুখ হয়ে ওঠে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ড্রপ আউটের এক হিসাবে দেখা গেছে, সারা দেশে প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা থাকে প্রায় ৪০ লক্ষ এর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠে ১৮ লক্ষ, তৃতীয় শ্রেণীতে ১৪ লক্ষ চতুর্থ শ্রেণীতে ১১ লক্ষ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে প্রমোশন পায় প্রথম শ্রেণীর ৪০ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ।

সরকারী সমীক্ষায় দেখা গেছে, ড্রপ আউটের প্রধান কারণ ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতি।

এ কারণেই প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার সময় পরীক্ষা গ্রহণের প্রচলিত নিয়ম বাতিল করে প্রত্যেক শিশুকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়ার জন্যে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আগামী বছর থেকে তাই প্রথম শ্রেণীর ৪০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীতেও অনেকাংশে থেকে যাবে বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।